**ভূমিকা**

06/08/2021

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের, যিনি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত বন্দেগী করার জন্য।

ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (ﷺ) এর উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহুম্মা সাল্লে আলাইহি, আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি।

প্রিয় ভাই সকল, ইসলামের মহান আদর্শ আমাদের সম্মুখে থাকা সত্বেও আমরা অনেক ইসলামবিরোধী কাজকর্মের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে পড়েছি।

বিশেষ করে আমরা যারা জেনারেল শিক্ষিত, তাছাড়াও যারা আমরা ইসলামের জ্ঞ্যান রাখি! বাজারে বিভিন্ন রকমের ভুল তথ্য যুক্ত বই পুস্তক পড়ে আমরা বিপদগামী হচ্ছি |

এবং বাজারে যে সকল জ্বীন ও যাদুর চিকিৎসা সম্পর্কে আমরা বই পেয়ে থাকি, সেগুলোর মধ্যে এমন কিছু শিরকি ও কুফুরী দোয়া কালাম থাকে যার কারণে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছি।

অবশ্য আমরা তার দ্বারা কিছুটা উপকৃত হই তবে সেটা শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য, আখেরাতে আমাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই।

আপনি যদি সঠিকভাবে একজন রুগীর চিকিৎসা করতে চান তাহলে মোটামুটি ভাবে এই নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সমূহ সমন্ধে আপনার জেনে থাকা দরকার।

(১) জ্বীন ও যাদু সম্পর্কে। (২) নজর লাগা সম্পর্কে। (৩) মানসিক রোগ সম্পর্কে।

(৪) শারীরিক রোগ সম্পর্কে।

আমরা যারা কবিরাজী করে থাকি তারমধ্যে অধিকাংশ ব্যাক্তি শুধুমাত্র জ্বিন ও যাদুর দিকেই খেয়াল রাখি যেটা ঠিক নয় ।

মনে রাখবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই বিষয়গুলোর উপর সঠিক জ্ঞ্যান না রাখবেন। আপনার দারা সঠিক চিকিৎসা করা সম্ভব হবে না!

উদাহরণস্বরূপ, ধরুণ একটা রুগি আপনার কাছে এলেন জ্বিনের চিকিৎসা করতে, তবে দেখা যাচ্ছে তিনার মানসিক অথবা শারীরিক কিছু রোগ রয়েছে,যেহেতু আপনি এই রোগ সম্পর্কে কিছুই জানেন না, তার জন্য আপনি শুধুমাত্র জ্বিন অথবা জাদুই মনে করবেন এটাই স্বাভাবিক।

এই ফলে দেখা যাবে আপনি নিজেও চিন্তিত হয়ে পড়বেন, অথবা ভাব্বেন আমি তো রুগীর সঠিক চিকিৎসা করলাম অথচ রুগী সুস্থ হচ্ছে না?। কেন ? আসলে রোগী সুস্থ না হওয়ার কারণ হচ্ছে আপনি এই রোগগুলোর পার্থক্য সঠিকভাবে করতে পারেননি, তার জন্যই রুগীটা পুরোপুরি সুস্থ হচ্ছে না!

আরো একটি বিষয় ক্লিয়ার করা যাক, তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে!

সাধারণত আমরা যারা কবিরাজী কাজ করি দেখা যাই আমরা নজর লাগা সম্পর্কে খুব একটা গুরুত্ব দেয়না অথচ হাদীসে সবথেকে বেশি যে ক্ষতির কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে নজর লাগা, ( মানে কুদৃষ্টি )

পবিত্র কোরআনেও কয়েক জায়গায় বদ নজরের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘কাফেররা যখন উপদেশবাণী শোনে তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়ে ফেলবে, আর তারা বলে, এ তো এক পাগল’। (সুরা কলম, আয়াত : ৫১)

এই বইয়ের মধ্যে সব কিছুর দিক খেয়াল রাখা হয়েছে, তাই সবদিক বিবেচনা করে মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জ্বীন ও যাদুর চিকিৎসা নামক বইটি আমি লিখেছি, যার মধ্যে আপনি শিরকি ও কুফরি এবং ধোঁকাবাজি ও চিটিংবাজী কোন তদবির পাবেন না।

এর মধ্যে পাবেন কোরআন ও সহীহ হাদিস থেকে কিছু তদবির ও আমার বাস্তব কিছু অভিজ্ঞতা এবং কিছু শারীরিক ও মানসিক রোগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা।

বাজারে যেসকল কবিরাজি বইগুলো আপনি পাবেন তার মধ্যে একটা কথা ভালোভাবে লিখা থাকে সেটা হচ্ছে এই বইয়ের তদবির গুলো করতে হলে লেখকের কাছে অনুমতি নিতে হবে। তবে আমার বইটি একটু ব্যতিক্রম।

আলহামদুলিল্লাহ আমি এই বইখানা শুধুমাত্র জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যেই লিখেছি যাতে করে আপনারা প্রত্যেকেই এই বইয়ের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারেন।

একটি কথা মনে রাখবেন, আমি যদি দুনিয়াতে আপনাদের কোন উপকার নাও করতে পারি তবে আপনাদের আখেরাত নষ্ট করবো না, ইনশাআল্লাহ

আপনাদের প্রত্যেকের কাছে শুধুমাত্র আমার একটাই অনুরোধ আপনারা আমার জন্য প্রাণভরে দুই হাত উঠিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে আপনাদের দোয়ার বরকতে জান্নাত নসিব করেন এবং আমার জানতে ও অজান্তে যত ভুল ত্রুটি আছে আল্লাহ যেন সেই ভুলগুলোকে ক্ষমা করেন আমিন।

সম্মানিত আমার প্রাণপ্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোন সকল। আমি মনে করি এর আগে এমন ধরনের বই কেও আপনাদেরকে উপহার দেয়নি,যদিও বা জ্বীন ও যাদু সম্পর্কে অনেক বই আপনি পেয়ে যাবেন।

আমি আশা রাখি এই বইখানা প্রত্যেক পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে এবং যারা জ্বীন ও যাদুর কবিরাজি চিকিৎসা লাইনে কাজ করছেন তাদের জন্য একটি শ্রেষ্ঠ বই হয়ে দাঁড়াবে ইনশা-আল্লাহ্।

আমি আমার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এই বইয়ের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। জানি না আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাকে এই বইয়ের মাধ্যমে কতখানি সফল করবেন, মনে রাখবেন সফল করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

অবশেষে মহানআল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের কাছে এই দোয়া ও প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন আমার এই দ্বীনি খেদমত কে কবুল করেন আমীন।

সম্মানিত আমার প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোন সকল, আল-কুরআন হচ্ছে মানুষের জীবন পরিচালনার গাইড বুক, মানব জীবনে এমন কিছুই নেই যার সমাধান কুরআনে আসেনি,মানুষ যদি কুরআন অনুযায়ী জীবন সাজাতে চায়; আল্লাহ তাআলা মানুষকে সেভাবেই কুরআনের উপকার দান করেন,কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো অনেক রোগ-ব্যাধির জন্য শিফাস্বরূপ।

দুনিয়ায় অনেক রোগের শিফা ওষুধে হয় না,আল্লাহর রহমতে কোনো বান্দা যদি তাঁর বিধান পালনের সঙ্গে রোগমুক্তিতে কুরআনি আমল করেন তবে সে ব্যক্তি অনেক কঠিন রোগ-ব্যাধি থেকেও সুস্থতা লাভ করবেন, তাই এ সব আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে রোগ থেকে মুক্তি চাওয়া আমাদের উচিৎ।

রোগ থেকে মুক্তি লাভে পূর্ব শর্ত হচ্ছে আল্লাহর বিধানকে জানা এবং যথাযথ মেনে চলার পাশাপাশি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা।

হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে মর্যাদা দেওয়া ও সুস্থতা হচ্ছে আল্লাহতালার একটি নিয়ামত এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা, এবং অসুস্থ হয়ে গেলে এই অসুস্থতা নিজের কারণে এসেছে বলে বিশ্বাস করা এবং সুস্থ হয়ে উঠলে এই সুস্থতা আল্লাহ তাআলার দান বলে বিশ্বাস করা।

মানুষের ভালো-মন্দ উভয়ের বিষয়ে আল্লাহ তা আলা সমভাবে ক্ষমতাবান। আমরা অসুস্থ হলে তিনিই আমাদের সুস্থতা দান করেন।

রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে চিকিৎসক শুধুমাত্র চেষ্টা করতে পারেন,মানুষ একে অপরের জন্য কেবল মাত্র দুআ করতে পারেন আরোগ্য দানের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা‘আলার দয়ার উপর নির্ভর করে।

আল্লাহর সাহায্য বা দয়া ব্যতিত কোন রোগ ব্যাধি থেকে কখনোই আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নয়! তিনি যদি কারো উপর আযাব বা গজব দান করেন, কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। সৃষ্টি জগতের সব কিছুই তাঁর ইচ্ছার অধীন।

কুরআনে এরশাদ হয়েছে, ‘‘আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো দুর্দশা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই। আর যদি কোনো কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন তবে তিনিই তো সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আর তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান। [সূরা আনআম ১৭১৮]

“বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পুর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর। [সূরা নামল ৬২]

আল্লাহ তা‘আলা মাঝে মধ্যে রোগ-বালাই দিয়ে বান্দার ঈমানের দৃঢ়তা বা ওজন পরীক্ষা করে থাকেন। তিনি দেখতে চান, বিপদ-আপদকালীন সময়ে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কে বা কারা, তাঁর উপর অবিচল আস্থা বা বিশ্বাস রেখে, ধৈর্যের সাথে সামনের দিকে এগিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে।

‘‘আর ভালো এবং মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি। [সূরা আম্বিয়া : ৩৫]

অসুস্থতাও আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নিয়ামাত।

বিভিন্ন হাদীসে রোগ-শোক ও বালা-মসিবতেরও তাৎপর্য ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। অসুস্থতা দেহের যাকাত স্বরূপ। এর দ্বারা শরীর গুনাহমুক্ত হয়ে থাকে, ও পাক-পবিত্র হয়। আল্লাহর কাছে বান্দার মর্যাদা বুলন্দ হয়। ভবিষ্যত জীবনের জন্য উপদেশ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়,অসুস্থতার সময় নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতা মানুষের কাছে স্পষ্টরূপে ফুটে উঠে। শারীরিক শক্তি ও সুস্থতা, আভ্যন্তরীণ প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতার মিথ্যা অহমিকা অনেকেরই আছে।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

উচ্চারণ:ওয়া নুনাজ্জিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউও ওয়া রাহমাতুল লিলমু মিনিন।

অর্থ : আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত।

সূরা বনি ইসরাঈল আয়াত নম্বর ৮২।

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ উচ্চারণ : ওয়া ইয়াশফি ছুদু-রা ক্বাওমিম মু’মিনি-ন। অর্থ : এবং মুমিনদের (মুসলমানদের) অন্তরসমূহ শান্ত করে দেন।

সূরা তাওবার আয়াত নম্বর ১৪

وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِين

উচ্চারণ : ওয়া শিফাউ’ল লিমা- ফিচ্ছুদু-রি ওয়া হুদাও ওয়া রাহমাতুল লিল মু’মিনি-ন।

উচ্চারণ : অর্থ : এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য।

( সূরা ইউনুস আয়াত নম্বর ৫৭)

উপরোক্ত প্রতিটি আয়াতেই কুরআনে মুমিনদের জন্য ‘শেফা ও ‘রহমত প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হয়েছে।

তফসীরবিদ ইমাম বায়হাকী (রহ.) ‘শেফা অর্থ আত্মা এবং দেহ উভয়ের শেফা বা নিরাময় বলেছেন।

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে যেমন আত্মার যাবতীয় রোগ এবং মন্দ প্রবণতার চিকিৎসা রয়েছে, তেমনি দেহের যাবতীয় রোগ-ব্যাধীরো চিকিৎসা রয়েছে। হাদীসে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত নাবী (ﷺ) বলেছেন, মহান আল্লাহ তায়ালাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার আরোগ্যের ব্যবস্থা দেননি।

[বুখারী, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৮৪৮, হাদীস নং-৫২৭৬;।

**সূচীপত্র**

**-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**(প্রথম অধ্যায়)**

আল্লাহর ৯৯ টি পবিত্র নাম সমূহ।

দোয়া কবুলের শর্ত।

যে দোয়াটি পড়লে দোয়া কবুল হবেই।

জ্বীন কাকে বলে?

জ্বীন কিসের তৈরি?

জ্বীন কোথায় থাকে?

জ্বীন কয় প্রকার?

জ্বিনের প্রধান খাদ্য কি?

জ্বীনের ক্ষমতা কয় প্রকার?

জ্বীন দেখতে কেমন?

জ্বীন কার রূপ ধারন করতে পারে না?

জ্বিন ও পরীর মধ্যে পার্থক্য কি?

পরী দেখতে কেমন?

জ্বীন জাতির আসল ধর্ম কি?

জ্বীন কি সত্যি বশ করা যায়?

জাদুকরের জ্বিন বশ করা।

জ্বীন কি মানুষের সঙ্গে সহবাস করতে পারে?

জ্বীন কি মানুষের উপর ভর করে?

জ্বীন কি মানুষকে মেরে ফেলতে পারে?

জ্বীন কি কোন নামাজি মানুষকে ধরতে পারে?

জ্বীন ধরার লক্ষণ গুলো কি?

ক্বারীন জ্বিন কাকে বলে?

জ্বীন কি নিজেও কবিরাজ হয়?

জ্বীন কি কারো উপর চালান করা যায়?

চালান জ্বিনের চিকিৎসা।

জ্বিনের চিকিৎসা করার জন্য বাড়িতে কবিরাজ নিয়ে যাওয়া কি উচিত?

শিরকি ও কুফুরী দিয়ে ঝাড়ফুঁক করে, তাদের কাছে কি চিকিৎসা নেওয়া যাবে?

জ্বিনের তদবীর করতে হলে যে গুনগুলো আপনার মধ্যে থাকা দরকার।

একজন আমিল বা কবিরাজের চিকিৎসা কিভাবে শুরু করা উচিত?

জ্বিনের চিকিৎসা করতে হলে একজন আমিল বা কবিরাজের ধৈর্য।

একজন চিকিৎসক এর মধ্যে রোগীর জন্য যে আচরণটি থাকা দরকার।

যে বাড়িতে বেশি জ্বিন থাকে।

বাড়িতে জ্বীন থাকার লক্ষন।

বাড়ি থেকে জ্বিন তাড়ানোর উপায়।

বাড়ীতে জ্বীনে ঢিল মারলে করণীয়।

জিন ও ভূতের মধ্যে পার্থক্য কি?

কি কারণে জ্বীন চড়াও হয়?

জ্বীনের চিকিৎসা।

জ্বীন সবথেকে বেশি কোরআনের কোন আয়াত টি কে ভয় পায়?

আশিক জ্বীন কাকে বলে?

আশিক জ্বীন ধরার লক্ষণ।

আশিক জ্বিনের চিকিৎসা।

জ্বিন কাদের উপর বেশি আশর করে?

জ্বিন সবথেকে বেশি মহিলাদের কেন ধরে?

বোবা জ্বিন কাকে বলে?

বোবা জ্বিনের চিকিৎসা।

জ্বিন কে জ্বালিয়ে মারবেন কিভাবে?

জ্বিন কিভাবে হত্যা করা হয়।

বাথরুমে কি জ্বিন থাকে?

বাথরুমে থাকা জ্বিনের হাত থেকে বাঁচার দোয়।

জ্বিন কি মহিলার গর্ভ নষ্ট করতে পারে?

জ্বিন মহিলার গর্ভ নষ্ট করলে করনীয় কি?

জ্বিন কি কারো বিবাহ বন্ধ কর্তে পারে?

বিবাহ বন্ধ কাটানোর উপায়।

রাসূল (ﷺ) এর জ্বিনের চিকিৎসা।

জ্বিনের কারণে কোন রোগ হলে করণীয়।

জ্বিন সাপে কামড় দিলে করণীয়।

সপ্নে জ্বিন দেখলে করণীয়।

মানুষ মৃত্যুর পর কি আবার ফিরে আসে?

মৃগী রোগ কয় প্রকার?

জ্বিন ধরা ও মৃগী রোগের মধ্যে পার্থক্য কি?

জ্বিনের চালাকি কীভাবে ধরবেন।

জ্বিন দিয়ে মহিলাকে বন্ধ্যাত্ব করা যায়?

জ্বিন দিয়ে বন্ধ্যাত্ব করে রাখলে তার চিকিৎসা।

স্বামী-স্ত্রী সহবাসের সময় জ্বীনদের হাত থেকে বাচার দোয়া।

বিয়ের পর স্ত্রীকে শয়তান জ্বীনদের হাত থেকে বাঁচানোর দোয়া।

শরীর বন্ধ করার তদবীর।

ডাকনী কাকে বলে?

ডাকনী কি সত্যিই আছে?

বাটিচালান কিভাবে করা হয়?

কুলো চালান কিভাবে করা হয়?

কিভাবে বদনা ঘুরিয়ে রোগ পরীক্ষা করা হয়?

**(দ্বিতীয় অধ্যায়)**

যাদুর আবিধানিক অর্থ।

যাদুর অস্তিত্বের প্রমাণ সমূহ।

ইসলামী শরীয়তে যাদুকরের হুকুম।

যাদু শিক্ষা করা কি বৈধ?

যাদুকর ও শয়তানের মধ্যে ছুক্তি।

জ্যোতিষী ও গণকদের নিকট যাওয়া।

যাদুকর চেনার উপায়।

যাদুর প্রকারভেদ।

বান মারা কাকে বলে?

যাদু কর কাওকে বান কিভাবে মারে?

বান কয় প্রকার হয়?

বান মারার লক্ষন।

বান কাটানোর চিকিৎসা।

যাদু দিয়ে যাদুর চিকিৎসা করা কি বৈধ?

যাদুর আলামত।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ এর যাদু।

দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছেদ এর যাদু।

কাওকে যাদু কিভাবে করা হয়?

পাগল করার যাদু।

পাগল করার যাদু কিভাবে করা হয়?

কিভাবে বুঝবেন কাউকে পাগল করার যাদু করা হয়েছে?

পাগল করার যাদুর চিকিৎসা।

পুরুষের যৌন ক্ষমতা নষ্ট করার যাদু।

মহিলার যৌন ক্ষমতা নষ্ট করার যাদু।

যৌন ক্ষমতা দুর্বল ও নষ্ট করা যাদুর চিকিৎসা।

দোকানে যাদু করে বন্ধ করে রাখলে তার চিকিৎসা।

শরীয়ত সম্মত ঝাড় ফুঁক ও জতিশি বিদ্যা।

যাদুর চিকিৎসা।

**(তৃতীয় অধ্যায়)**

বদ নজর লাগা সত্য?

বদ নজর ও হিংসার মধ্যে পার্থক্য কি?

জ্বিনের বদ নজর কিভাবে লাগে।

মানুষের বদ নজর কিভাবে লাগে?

বদ নজর লাগার লক্ষন।

শিশু বাচ্চার উপর বদ নজরের লক্ষণ।

বাড়িতে বদ নজর লেগেছে কিভাবে বুঝবেন?

বাড়িতে বদ নজর লাগলে তার চিকিৎসা।

বদ নজরের চিকিৎসা।

বদ নজরের গোসলের পদ্ধতি।

**( চতুর্থ অধ্যায় )**

মানসিক রোগ কি?

কখন বুঝবেন আপনি মানসিক রোগে আক্রান্ত?

মানসিক রোগের লক্ষণ।

মানসিক রোগ কেন হয়?

শিশুদের মানসিক রোগের লক্ষন।

মানসিক রোগে আক্রান্ত হলে করণীয় কী?

**{ পঞ্চম অধ্যায় }**

ঔষধের অপকারিতা থেকে রক্ষা পাওয়ার তদবির।

অনিদ্রা দূর করার তদবির।

অভাব অনটন দূর করার তদবির।

রুজি বৃদ্ধি করার তদবির।

কৃপণতা দূর করার তদবির।

ঋণ পরিশোধ করার তদবির।

স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর তদবির।

মুখের জড়তা দূর করার তদবির।

সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি হিংস্র প্রাণী থেকে বাচার তদবির।

বিষাক্ত প্রাণীর বিষ নামানোর তদবির।

শরীরের যে কোন জায়গার ব্যথা কমানোর তদবির।

একশিরা রোগের তদবির।

চুলকানি ও পচড়া ঘা তেকে মুক্তির তদবির।

গ্যাস্ট্রিক রোগ থেকে মুক্তির তদবির।

চোখের রোগ থেকে বাচার তদবির।

জন্ডিস রোগের তদবির।

জ্বরের তদবির।

নাকের রক্ত পড়া বন্ধ করার তদবীর।

পেট ব্যথা দূর করার তদবির।

বমি বন্ধ করার তদবীর।

ফোড়া থেকে মুক্তির তদবির।

রক্ত বন্ধ করার তদবীর।

রাগ কমানোর তদবির।

স্বপ্নে ভয় পাওয়া বন্ধের তদবীর।

ভয় দূর করার তদবির।

সৎ সন্তান লাভের তদবির।

শিশুর দুষ্টু স্বভাব দূর করার তদবির।

শিশুর কান্না বন্ধ করার তদবীর।

বিছানায় প্রস্রাব বন্ধ করার তদবীর।

প্যারালাইসিস রোগ থেকে মুক্তির তদবির।

মহিলার সাদা স্রাব বন্ধ করার তদবীর।

স্বপ্নদোষ বন্ধ করার তদবীর।

দ্রুত বীর্যপাত বন্ধ করার চিকিৎসা।

ব্যভিচারের মত খারাপ কাজ থেকে বাচার তদবির।

চোর ও ডাকাতের হাত থেকে সম্পদ বাঁচানোর তদবির।

অতিবৃষ্টি বন্ধ করার তদবীর।

কোন যানবাহনে নিরাপদ থাকার তদবির।

সব ধরনের বিপদ থেকে মুক্তির তদবির।

শত্রু দমন করার তদবির।

ঈমানদার স্বামী ও স্ত্রী পাওয়ার তদবীর।

**(১) আল্লাহ্‌র ৯৯ টি নাম অর্থ সহ।**

১ ) ٱلْرَّحْمَـانُ আর রাহমান – পরম দয়ালু

২ ) ٱلْرَّحِيْمُ আর রহিম – অতিশয় মেহেরবান

৩) ٱلْمَلِكُ আল মালিক – সর্বকর্তৃত্বময়

৪) ٱلْقُدُّوسُ আল কুদ্দুস – অতি পবিত্র

৫) ٱلْسَّلَامُ আস সালাম – শান্তি দানকারী

৬) ٱلْمُؤْمِنُ আল মুমিন – নিরাপত্তা ও ঈমান দানকারী

৭) ٱلْمُهَيْمِ আল মুহাইমিন – পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারী

৮) ٱلْعَزِيزُ আল আজিজ – পরাক্রমশালী

৯) ٱلْجَبَّارُ আল জাব্বার – দুর্নিবার

১০) ٱلْمُتَكَبِّ আল মুতাকাব্বির – নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী

১১) ٱلْخَالِقُ আল খালিক – সৃষ্টিকর্তা

১২) ٱلْبَارِئُ আল বারী – সঠিকভাবে সৃষ্টিকারী

১৩) ٱلْمُصَوِّرُ আল মুসাউইর – আকৃতি দানকারী

১৪) ٱلْغَفَّارُ আল গাফ্ফার – পরম ক্ষমাশীল

১৫) ٱلْقَهَّارُ আল ক্বাহার – কঠোর

১৬) ٱلْوَهَّابُ আল ওয়াহ্হাব – সবকিছু দানকারী

১৭) ٱلْرَّزَّاقُ আর রাজ্জাক – রিযিকদাতা

১৮) ٱلْفَتَّاحُ আল ফাত্তাহ – বিজয়দানকারী

১৯) ٱلْعَلِيمُ আল আলীম – সর্বজ্ঞ

২০) ٱلْقَابِضُ আল কাবিদ্ব – সংকীর্ণকারী

২১) ٱلْبَاسِطُ আল বাসিত – প্রশস্তকারী

২২) ٱلْخَافِضُ আল খাফিদ – অবনতকারী

২৩) ٱلْرَّافِعُ আর রাফী – উন্নতকারী

২৪) ٱلْمُعِزُّ আল মুজিব – সম্মান দানকারী

২৫) ٱلْمُذِلُّ আল মুদ্বিল্ল – (অবিশ্বাসীদের) বেইজ্জতকারী

২৬) ٱلْسَّمِيعُ আস সামি – সর্বশ্রোতা

২৭) ٱلْبَصِيرُ আল বাসীর – সর্ববিষয় দর্শনকারী

২৮) ٱلْحَكَمُ আল হাকাম – অতল বিচারক

২৯) ٱلْعَدْلُ আল আদল – পরিপূর্ণ ন্যায়বিচারক

৩০) ٱلْلَّطِيفُ আল লতিফ – সকল গোপন বিষয়ে অবগত

৩১) ٱلْخَبِيرُ আল খাবির – সকল বিষয়ে জ্ঞাত

৩২) ٱلْحَلِيمُ আল হালিম – অত্যন্ত ধর্য্যশীল

৩৩) ٱلْعَظِيمُ আল আজিম – সর্বত্ত মর্যাদাশীল

৩৪) ٱلْغَفُورُ আল গফুর – পরম ক্ষমাশীল

৩৫) ٱلْشَّكُورُ আস শাকুর – গুন্গ্রাহী

৩৬) ٱلْعَلِيُّ আল আলী – উচ্চ মর্যাদাশীল

৩৭) ٱلْكَبِيرُ আল কাবিইর – সুমহান

৩৮) ٱلْحَفِيظُ আল হাফীজ – সংরক্ষণকারী

৩৯) ٱلْمُقِيتُ আল মুক্বিত – সকলের জীবনোপকরণ দানকারী

৪০) ٱلْحَسِيبُ আল হাসিব – হিসাব গ্রহণকারী

৪১) ٱلْجَلِيلُ আল জলীল- পরম মর্যাদার অধিকারী

৪২) ٱلْكَرِيمُ আল কারীম – সুমহান দাতা

৪৩) ٱلْرَّقِيبُ আল রাক্বীব – তত্ত্বাবধায়ক

৪৪) ٱلْمُجِيبُ আল মুজীব – কবুলকারী

৪৫) ٱلْوَاسِعُ আল ওয়াসি – সর্বত্ত বিরাজমান

৪৬) ٱلْحَكِيمُ আল হাকীম – পরম প্রজ্ঞাময়

৪৭) ٱلْوَدُودُ আল ওয়াদুদ – (বান্দাদের প্রতি) সদয়

৪৮) ٱلْمَجِيدُ আল মাজীদ – সকল মর্যাদার অধিকারী

৪৯) ٱلْبَاعِثُ আল বাইস – পুনরুজ্জীবিতকারী

৫০) ٱلْشَّهِيدُ আশ শাহীদ – সর্বজ্ঞ স্বাক্ষী

৫১) ٱلْحَقُّ আল হাক্ব – পরম সত্য

৫২) ٱلْوَكِيلُ আল ওয়াকিল – পরম নির্ভরযোগ্য কর্ম-সম্পাদনকারী

৫৩) ٱلْقَوِيُّ আল ক্বাউইউ – পরম শক্তির অধিকারী

৫৪) ٱلْمَتِينُ আল মাতীন – সুদৃঢ়

৫৫) ٱلْوَلِيُّ আল ওয়ালীইউ – অভিভাবক ও সাহায্যকারী

৫৬) ٱلْحَمِيدُ আল হামীদ – সকল প্রশংসার অধিকারী

৫৭) ٱلْمُحْصِيُ আল মুহসি – সকল সৃষ্টির ব্যাপারে অবগত

৫৮) ٱلْمُبْدِئُ আল মুব্দি – প্রথমবার সৃষ্টিকর্তা

৫৯) ٱلْمُعِيدُ আল মুঈদ – পুনরায় সৃষ্টিকর্তা

৬০) ٱلْمُحْيِى আল মুহয়ি – জীবন দানকারী

৬১) ٱلْمُمِيتُ আল মুমীত – মৃত্যু দানকারী

৬২) ٱلْحَىُّ আল হাইয়্যু – চিরঞ্জীব

৬৩) ٱلْقَيُّومُ আল ক্বাইয়ূম – সমস্ত কিছুর ধারক ও সংরক্ষণকারী

৬৪) ٱلْوَاجِدُ আল ওয়াজীদ – অফুরন্ত ভান্ডারের অধিকারী

৬৫) ٱلْمَاجِدُ আল মাজীদ – শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী

৬৬) ٱلْوَاحِدُ আল ওয়া’হিদ – এক ও অদ্বিতীয়

৬৭) ٱلْأَحَد আল আহাদ – এক

৬৮) ٱلْصَّمَدُ আস সামাদ – অমুখাপেক্ষি

৬৯) ٱلْقَادِرُ আল ক্বাদীর – সর্বশক্তিমান

৭০) ٱلْمُقْتَدِ আল মুক্তাদির – নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তের অধিকারী

৭১) ٱلْمُقَدِّمُ আল মুক্বদ্দিম – অগ্রসারক

৭২) ٱلْمُؤَخِّرُ আল মুয়াক্ষীর – অবকাশ দানকারী

৭৩) ٱلأَوَّلُ আল আউয়াল – অনাদি

৭৪) ٱلْآخِرُ আল আখির – অনন্ত, সর্বশেষ

৭৫) ٱلْظَّاهِرُ আল জাহির – সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত

৭৬) ٱلْبَاطِنُ আল বাত্বিন – দৃষ্টি হতে অদৃশ্য

৭৭) ٱلْوَالِي আল ওয়ালী – সমস্ত কিছুর অভিভাবক

৭৮) ٱلْمُتَعَا আল মুতা’আলী – সৃষ্টির গুণাবলীর উর্দ্ধে

৭৯) ٱلْبَرُّ আল বার্ – পরম উপকারী

৮০) ٱلْتَّوَّابُ আত তাওয়াব – তাওবার তৌফিক দানকারী ও কবুলকারী

৮১) ٱلْمُنْتَقِ আল মুনতাক্বীম – প্রতিশোধ গ্রহণকারী

৮২) ٱلْعَفُوُّ আল আফঊ – পরম উদার

৮৩) ٱلْرَّؤُفُ আর রউফ – পরম স্নেহশীল

৮৪) مَالِكُ ٱلْمُلْكُ মালিকুল মূলক – সমগ্র জগতের বাদশাহ

৮৫) ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامُ যুল জালালী ওয়াল ইকরাম – মহিমান্বিত ও দয়াবান সত্তা

৮৬) ٱلْمُقْسِطُ আল মুক্বসিত – হকদারের হোক আদায়কারী

৮৭) ٱلْجَامِعُ আল জামিই – একত্রকারী, সমবেতকারী

৮৮) ٱلْغَنيُّ আল গানি – অমুখাপেক্ষি ধনী

৮৯) ٱلْمُغْنِيُّ আল মুগনিই – পরম অভাবমোচনকারী

৯০) ٱلْمَانِعُ আল মানিই – অকল্যাণরোধক

৯১) ٱلْضَّارُ আয্ যর – ক্ষতিসাধনকারী

৯২) ٱلْنَّافِعُ আন নাফিই’ – কল্যাণকারী

৯৩) ٱلْنُّورُ আন নূর – পরম আলো

৯৪) ٱلْهَادِي আল হাদী – পথ প্রদর্শক

৯৫) ٱلْبَدِيعُ আল বাদীই – অতুলনীয়

৯৬) ٱلْبَاقِي আল বাক্বী – চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর

৯৭) ٱلْوَارِثُ আল ওয়ারিস – উত্তরাধিকারী

৯৮) ٱلْرَّشِيدُ আর রাশীদ – সঠিক পথ প্রদর্শক

৯৯) ٱلْصَّبُورُ আস সাবুর – অত্যাধিক ধর্য্য ধারণকারী